বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

বান্দরবান।

ফোন : ০৩৬১-৬২৩৬৭ (অফিস)/-৬৩৫৪৩ (বাসা) /-৬২৪৮৭ (অফিস)/-৬২৫৬৪ (বাসা)

ফ্যাক্স : ০৩৬১-৬২৩৯১, Web Site : www.bhdc.gov.bd, E-mail: bhdcbd@gmail.com

স্মারক নং: ২৯.৩৫.০৩০০.০০৩.৩৮.১১৯.২০.১৪৫১ তারিখ-৩১/১২/২০২০ খ্রিঃ।

বিষয় : বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রেরণ।

সূত্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: ৪৬৮, তারিখ: ১৫/১২/২০২০ খ্রি: এর পত্র।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করে মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

ক্র.নং	পরিষদের উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ সমূহ
০১	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার ভূমি নামজারী, ইজারা, লীজ, লীজ নবায়ন ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফটওয়্যার
০২	অটোমেশন রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার
০৩	একাউন্টস অটোমেশন সফটওয়্যার

সংযুক্ত: ০৩ সেট।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা
প্রাপ্তির তারিখ :
ডাইরী নম্বর :
তারিখ :
নথি উপস্থাপনের তারিখ :

28/01/2021

(এটিএম কাউছার হোসেন) ৩১.১২.২০২০
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

প্রশাসন অনু বিভাগ
প্রাপ্তির তারিখ: ২৮/০১/২১
প্রেরণের তারিখ
ডায়েরী নং: ২৫৭৩
যুগ্ম-সচিব প্রশাসন/পরিষদ
উপসচিব পরিষদ-২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ, সিনিয়র সহকারী সচিব।

অনুলিপি:

১। হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

২। কানুনগো, এ পরিষদ/ প্রধান সহকারী, বাজার ফান্ড সংস্থা, বান্দরবান।

৩। অফিস কপি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
প্রশাসন-১ শাখা | প্রশাসন-২/বাজেট শাখা
আইন শাখা | হিসাব শাখা
পিও
ডাইরী নং ১৪২৯ তারিখ ঃ- ১৮/১/২০২১

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
প্রাপ্তির তারিখ : 17/01/2021
ডাইরী নম্বর : 70
তারিখ : 18/01/2021
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সমন্বয়/পরিষদ/পলিসি)
সচিবের একান্ত সচিব :

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
বান্দরবান।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের গৃহিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর বিবরণ

০১। **উদ্ভাবনের শিরোনাম :** বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এর ভূমি নামজারী, স্থাবর-অস্থাবর সম্পাত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার।

০২। যাত্রা শুরু/পটভূমি :

(ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন অনুযায়ী এ জেলার ভূমি নামজারির ক্ষেত্রে এ পরিষদের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিধান মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রেরিত/প্রাপ্ত নামজারী ও এল এ মামলাসমূহ যাচাই পূর্বক পূর্বানুমোদন জ্ঞাপন করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রেরিত নামজারী ও এল এ মামলার রেকর্ড প্রাপ্তি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। মামলাগুলোর সাথে সংযুক্ত সকল কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাই করার পর আলাদা নোট সীটের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নথিযোগে উপস্থাপন করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মামলাগুলো ভূমি কর্মকতার স্বাক্ষরিত পত্রযোগে পূর্বানুমোদন জ্ঞাপন পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়। উক্ত প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জমি ক্রেতা/বিক্রেতাগণ তাদের মামলা নিষ্পত্তির তথ্য জানতে জেলা পরিষদে সরাসরি যোগাযোগ করতে/আসতে হতো। এতে সেবা গ্রহিতাদের শ্রম, সময় ও যাতায়াত বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

(খ) বান্দরবান বাজার ফান্ড সংস্থার আওতাধীন বাজারসমূহের প্লট ইজারা, নবায়ন ও হস্তান্তর কার্যক্রম বাজার ফান্ড আইন, ১৯৩৭ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। বাজারসমূহে ০২ প্রকার প্লট বিদ্যমান। যথা : বাণিজ্যিক এবং আবাসিক প্লট। প্লটসমূহের বিবরণ তৌজি বহিতে রেকর্ডভূক্ত রাখা হয়। বিপুল সংখ্যক প্লটের ইজারা মেয়াদ, প্লটের পরিমাপ ও অবস্থান ইত্যাদি তথ্য প্রয়োজনে বারবার তৌজিবহি খুলে দেখতে হয়। এতে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়। কার্যক্রম নিষ্পত্তিতেও বিলম্ব হয়। তাছাড়া তৌজিবহি নিয়মিত ব্যবহার করার ফলে তৌজিবহির পাতা ছিড়ে যাওয়ায় লিপিবদ্ধ রেকর্ড নষ্ট হয়ে যায়। বাজার ফান্ডের সেবা প্রত্যাশিগণের চাহিত সেবা প্রদানে বিলম্ব হয়। এতে করে সেবা প্রত্যাশিদের কিছুটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমুহ :

- সেবা গ্রহিতাগণ সরাসরি পরিষদ কার্যালয়ে এসে তাদের প্রত্যাশিত সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে যোগাযোগ করতে হয় ;
- সেবা গ্রহিতাগণ তাদের প্রত্যাশিত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারে না;
- সেবা গ্রহিতাগণ পরিষদ কার্যালয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করতে হওয়ায় তাদের সময় ও যাতায়াতের অর্থ ব্যয় হয়।

গৃহীত পদক্ষেপসমুহ:

- সেবা গ্রহিতাগণ নিজ নিজ অবস্থান হতে তাদের সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে অবগত করা/হওয়ার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা ;
- শাখার যাবতীয় কার্যাদির তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য সফট্ওয়্যার/মডিউল তৈরী করা।

০৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা/এই উদ্যোগে যে সব কল্যাণ বয়ে আনার প্রত্যশা:

ক) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সরকারি অঙ্গীকার/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরিষদের দাপ্তরিক উদ্যোগে ভূমি শাখা ও বাজার ফান্ড সংস্থার নির্ধারিত সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সহজিকরণের লক্ষ্যে সফট্ওয়্যার তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সফট্ওয়্যারটি তৈরি করা হলে সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সময় জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং একইসাথে সেবা প্রত্যাশীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এর ফলে এতদ্সংক্রান্ত রেকর্ড-পত্র ও সম্পত্তি সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে। উক্ত ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম চালু করা হলে আনুমানিক মাসিক ১৫০-২০০ জন সেবাগ্রহিতা সরাসরি উপকৃত হবে এবং তাদের সময়, খরচ ও যাতায়াত কমবে। ফলে এর সুফল স্থানীয় জনগণের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে বাজার ফান্ডের প্লট হোল্ডারগণ তাদের ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ না জানার কারণে যথাসময়ে প্লট নবায়ন না করায় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

০৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি :

সফট্ওয়্যারটি সবেমাত্র ৩০/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃকপাইলটিং এর উদ্বোধন করা হয়েছে। তাই সেবা গ্রহিতাদের অনুভূতি জেনে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়কে জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

০৫। টিসিভি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস্/ছবি/ভিডিও :

বিবরণ	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	১২ - ২৪ ঘন্টা	১০০ - ৫০০/=	১ - ২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১৫ মিনিট - ৩০মিনিট	৫ - ২০/=	০/১ বার

০১। উদ্ভাবনের শিরোনাম ঃ একাউন্টস অটোমেশনস সফটওয়্যার

০২। কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি:

পরিষদ এবং পরিষদে ন্যস্ত বিভাগ সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন ভাতা ও বিভিন্ন বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের বাহক মারফতে সরাসরি বিলের হার্ডকপি গ্রহণ করা হত। বিলের বিপরীতে যথারীতি চেক ও নগদে অর্থ পরিশোধ করা হত। এতে প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হত। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সমূহ:

প্রার্থিত উপকারভোগিদের দ্রুত সেবা প্রদান, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের যথাসময়ে বেতন ভাতা প্রদান, বরাদ্দ-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ, নিভূল ভাবে চেক প্রস্তুত, উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ এবং ক্যাশ বহি সংরক্ষণ।

-অনুপ্রেরণার উৎস:

ডিজিটালাইজড্ পদ্ধতির মাধ্যমে বরাদ্দ-ব্যয়ের হিসাব, রাজস্ব আয়- ব্যয় হিসাব, বিধিমোতাবেক সরকারি রাজস্ব আদায় পূর্বক কোষাগারে জমার হিসাব সংরক্ষণ এবং জনগনের দৌড়গোড়াই সেবা পৌছে দেয়ার সরকারি অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্ত।

-কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল:

১) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ন্যস্ত বিভাগ সমূহের প্রাপ্ত বরাদ্দ- ব্যয় এর সঠিক হিসাব সংরক্ষণ।

২) সকল ক্যাশ বহি সঠিক সংরক্ষণ।

৩) উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের প্রকল্প ওয়ারি বরাদ্দ ও ব্যয় এর হিসাব সংরক্ষণ।

৪) নিভূলভাবে কম্পিউটারে চেক প্রস্তুত করণ।

৫) পরিষদের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ।

৬) কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন ভাতা ও বিভিন্ন বিল অনলাইনে পরিশোধ বিষয়ে সফটওয়্যার ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যালোচনা, সফটওয়্যার ডিজাইনিং, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি।

-বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল:

প্রতিষ্ঠানের উদ্যেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং কাঙ্খিত সফটওয়্যার তৈরী নিশ্চিত করণ।

-টেকসইকরণে গৃহিত ব্যবস্থাদির বিবরণ:

তৈরীকৃত সফটওয়্যার এর ত্রুটি চিহ্নিত করণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন, নিয়মিত সার্ভার মেনটেইন্যান্স ইত্যাদি।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যান বয়ে এনেছে-

ক) সময়, অর্থ অপচয় রোধ, শ্রম।

-কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলে:

প্রথম পর্যায়ে ১,০০০ জন উপকারভোগি উপকৃত হয়েছে। এ সংখ্যা পর্যায়ক্রমে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

-সূদুর প্রসারী কী কী অবদান আনলো:

পরিষদ ও ন্যস্ত বিভাগ সমূহের দ্রুত আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

-পদ্ধতি/সময়/ভোগান্তি/ব্যয়/সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে:

ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে সময় অপচয়, শ্রম বৃদ্ধি, ব্যয় বহুল সাপেক্ষ। কিন্তু ডিজিটালাইজড্ পদ্ধতিতে উহা রোধ করা হয়েছে।

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

আমি মোঃ আবদুল খালেদ, কেয়ার টেকার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ডাক বাংলো, নাইক্ষ্যংছড়িতে বিগত ০৩(তিন) বৎসর যাবৎ কর্মরত আছি। পূর্বে আমাকে সরাসরি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয় থেকে বেতন ভাতার অর্থ উত্তোলন করতে হতো। এতে আমার আর্থিক ক্ষতি, সময় অপচয় এবং যথাযথ সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। বর্তমানে অনলাইনে আমার নামিয় বান্দরবান সোনালী ব্যাংক শাখায় স্থিত সঃ হিঃ নং-১১০২৩০১০১৭২৩৬ এ জমাকৃত বেতন ভাতা বাবত অর্থ নাইক্ষ্যংছড়ি সোনালী ব্যাংক হতে উত্তোলণ করে আর্থিক ভাবে উপকৃত হচ্ছি। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস/ছবি/ ভিডিও

-টিভিসি বিশ্লেষন টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন-

ফলাফল :	TCV(Time, Cost and Visit):				
	আইডিয়া	সময়	ব্যয়	যাতায়াত	মন্তব্য
	বাস্তবায়নের আগে	১-২দিন	৫০০-১০০০ টাকা	২ বার	১। উপজেলা থেকে জেলা কার্যালয়/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে যাতায়াত করতে হত।
	বাস্তবায়নের পরে	২০-৩০ মিনিট	১০০-১৫০ টাকা	নাই	১। ব্যয় সংকোচন ৩। সময় অপচয় রোধ।

৪/১/২৩

হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪/১/২৩

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
.বান্দরবান

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের গৃহিত উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ এর বিবরণ

০১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: **অটোমেশন রিক্রুটমেন্ট সিষ্টেম সফটওয়্যার**

০২। **কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি:**

সাধারণত পরিষদ এবং পরিষদে ন্যস্ত বিভাগ সমূহের চাকরি আবেদন সরাসরি বা ডাকযোগে হার্ডকপি গ্রহণ করা হত। এতে চাকরি প্রার্থীদের প্রচুর সময়, শ্রম ও খরচ ব্যয় করতে হত। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন উপজেলা প্রার্থীদের চাকরি আবেদন জমা দিতে বিলম্ব/সমস্যা হত। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে চাকরি আবেদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সমূহ:

দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চাকরি প্রার্থীদের নিকট চাকরি সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদান করতে না পারা এবং চাকরি প্রার্থীদের খরচ, সময়, ব্যয় কমানো।

- অনুপ্রেরণার উৎস:

সরকারি সিদ্ধান্ত মতে সরকারি সেবা কার্যক্রম ডিজিটাইসড্ করণের মাধ্যমে জনগনের দুয়ারে সেবা পৌছেঁ দেয়ার সরকারি অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্ত।

- কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল:

যে সমস্ত বিভাগ অনলাইনে চাকরি আবেদন আহবান করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সফটওয়্যার ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যালোচনা, সফটওয়্যার ডিজাইনিং, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি।

- বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল:

প্রতিষ্ঠানের উদ্যেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সফটওয়্যার তৈরী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং কাঙ্খিত সফটওয়্যার তৈরী নিশ্চিত করণ।

- টেকসইকরণে গৃহিত ব্যবস্থাদির বিবরণ:

তৈরীকৃত সফটওয়্যার এর ত্রুটি চিহ্নিত করণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন, নিয়মিত সার্ভার মেইটিন্যান্স ইত্যাদি।

৩। পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যান বয়ে এনেছে-

ক) সময়, খরচ, শ্রম বাচিয়েছে

- কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলে:া

প্রথম পর্যায়ে ১২১৮ জন চাকরি প্রার্থী উপকৃত হয়েছে। এ সংখ্যা ক্রম বর্ধমান।

- সূদুর প্রসারী কী কী অবদান আনলো:

পাহাড়ে শিক্ষিত তরুণেরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

-পদ্ধতি/সময়/ভোগান্তি/ব্যয়/সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে চাকরি আবেদন জমাকরণ সময়, শ্রম, ব্যয় সাপেক্ষে। এর তেকে উত্তরনের জন্য ডিজিটাইসড্ পদ্ধতি প্রচলন করা যায়। এর ফলে -

ক) সময় বাচিয়েছে

খ) খরচ বাচিয়েছে

গ) শ্রম বাচিয়েছে

৪। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

আমি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির হিসাব রক্ষক পদের বিপরীতে উহাইসিং মারমা একজন চাকরি প্রার্থী। আমি গত ২০/০৯/২০২০খ্রি: তারিখে অনলাইনে আবেদন জমা দিই। এতে আমার উপজেলা থেকে জেলা কার্যালয়ে আসতে হয়নি বিধায় অনেক খরচ ও সময় কমিয়েছে। সাথে সাথে অনলাইনের আবেদন জমাকরণের রির্পোট পেয়ে গেছি। আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন খরচ করতে হয়নি। প্রবেশ পত্র ও অনলাইনে পেয়ে যাচ্ছি। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার জন্য।

৫। টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস/ছবি/ ভিডিও

-টিভিসি বিশ্লেষন টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন-

ফলাফল:	TCV(Time, Cost and Visit):				
	আইডিয়া	সময়	ব্যয়	যাতায়াত	মন্তব্য
	বাস্তবায়নের আগে	১-২দিন	৫০০-১০০০ টাকা	২ বার	১। উপজেলা থেকে জেলা কার্যালয়ে যাতায়াত করতে হত। ২। চাকরি আবেদন পত্র জমা দেয়ার জন্য আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন খরচ করতে হত।
	বাস্তবায়নের পরে	৩০ মিনিট	৫০-১০০ টাকা	নাই	১। বর্তমানে স্ব-স্ব এলাকা হতে আবেদন করতে পারে। ২। খরচ কমিয়েছে। ৩। সময় বাচিয়েছে। ৪। শ্রম বাচিয়েছে।